মকর- কুমির

পৌরাণিক কাহিনী

ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় “মাগর” শব্দের উৎপত্তি “মকর” থেকে, সংস্কৃতে যার অর্থ “সমুদ্র দানব”। পৌরাণিক মতে “মকর” দেবী গঙ্গা এবং হিন্দু মূর্তিশিল্প অনুযায়ী সমুদ্র দেবতা বরুণের বাহন। এটি কামদেবের পতাকারও চিহ্ন। লোকশিল্পীরা প্রায়শই একে প্রকৃত প্রাণী হিসাবে বর্ণনা করে, যা গঙ্গা নদীর তীরে রোদ পোহানো ঘড়িয়ালের সাথে সদৃশ এবং দেবী গঙ্গার বাহন। এরা প্রবেশদ্বারের অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত হয় “যা বিশৃঙ্খলা থেকে ক্রম ও সৃষ্টির উদ্ভব করে”।

খুব সম্ভবতঃ এই প্রাণীটি দেবতার পিছনে থাকা থোরানাম বা খিলানের অবলম্বন হিসাবে কাজ করে। খিলানটি একটি মকরের চোয়াল থেকে উঠে আসে এবং তার শীর্ষে কীর্তিমুখে (গৌরবের মুখ) উঠে যায় তারপর অন্য একটি মকরের ফাঁকা চোয়ালে নেমে আসে।

- “মাই হাসব্যান্ড এন্ড আদার অ্যানিম্যালস: দি বিস্ট উইদিন”
জানাকি লেনিন (www.thehindu.com)

গঙ্গায় বসবাসকারী প্রজাতি

গঙ্গা নদীতে প্রধানতঃ তিন প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। *“Crocodylus palustris”* কুমির (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত সঙ্কটাপন্ন প্রজাতি) এবং নোনা জলের কুমির *“Crocodylus porosus”* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বিপদ্‌গ্রস্ত প্রজাতি) Crocodylidae পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। ঘড়িয়াল (মাছ খাওয়া কুমির) *“Gavialis gangeticus”* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত মহাবিপন্ন প্রজাতি) Gavialidae পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের তুণ্ড বা নাকের ডগায় ঘড়ার মত আকৃতি থাকার কারণে “ঘড়িয়াল” নামকরণ করা হয়েছে। এই প্রজাতিটি ভারতীয় বন্যজীব সংরক্ষণ নীতি ১৯৭২ এর Schedule 1 এর অন্তর্ভুক্ত (সংশোধন,২০২২)।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

কুমির মৃত ও অসুস্থ মাছ খেয়ে জলীয় বাস্তুতন্ত্রে মাছের প্রজাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং মাছের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে কুমির মাছকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে জলীয় বাস্তুতন্ত্রে মাছের প্রজাতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সঙ্কটের কারণ

কুমিরের শিকার, নদীতীরের বালিখনন, জলাধার নির্মাণের দরুণ পরিবর্তিত ও খণ্ডিত আবাসস্থল, কুমির ও নোনাজলের কুমিরের প্রতিশোধকমূলক হত্যা, মাছ ধরার জালে আটকে যাওয়া এবং খাদ্যের যোগান কমে যাওয়া এদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

নমামি গঙ্গে
Arth Ganga
ভারতীয় বন্যজীব সংস্থান
Wildlife Institute of India

কূর্ম কচ্ছপ

পৌরাণিক কাহিনী

ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার (দশ অবতার) এর মধ্যে দ্বিতীয় অবতার হল “কূর্ম” অবতার। এই অবতারটি পৌরাণিক কাহিনী সমুদ্র মন্থনের- “অমৃতের (অমরত্বের অমৃত) সন্ধানে দেবতা ও অসুরদের দ্বারা সমুদ্র মন্থন” সাথে জড়িত। । যেখানে ঐশ্বরিক সর্প বাসুকি নিজেকে একটি দড়ি হিসাবে উপস্থাপন করেছিলেন, যা একটি মন্থন লাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং ভগবান বিষ্ণু মান্দারা পর্বতকে কূর্মের পিঠের উপর স্থাপন করেছিলেন। বৈদিক গ্রন্থে কূর্মকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। সপ্তর্ষি (সাতজন প্রাচীন ঋষি) যাদের বৈদিক ধর্মের কুলপতি বলে মনে করা হয়, তাদের মধ্যে একজন হলেন ঋষি কাশ্যপ যার সংস্কৃতে অর্থ “কচ্ছপ”। নদী দেবী যমুনার বাহন হিসেবে কচ্ছপকে চিত্রিত করা হয়েছে।

জাতক কাহিনীগুলির একটিতে ভগবান বুদ্ধ তার পূর্ববর্তী জীবদ্দশায় একটি কচ্ছপের রূপ ধারণ করেছিলেন, যিনি সমস্ত সংবেদনশীল প্রাণীদের রক্ষা করার শপথ করেছিলেন।

গঙ্গায় বসবাসকারী প্রজাতি

ভারতে পাওয়া ২৪ টি প্রজাতির মিষ্টি জলের কচ্ছপের ও ৫ টি প্রজাতির স্থলের কচ্ছপের মধ্যে ১৩ টি প্রজাতি গঙ্গায় পাওয়া যায়। যাদের মধ্যে ৩ টি IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত মহাবিপন্ন প্রজাতি রেড ক্রাউন রুফ্ড টার্টল (*Batagur kachuga*), নর্থেন রিভার টেরাপিন (*Batagur Baska*) এবং থ্রি স্ট্রাইপ্ড রুফড টার্টল (*Batagur dhongoka*) এই প্রজাতিগুলি ভারতীয় বন্যজীব সংরক্ষণ নীতি (১৯৭২) অনুযায়ী Schedule-1 এর অন্তর্গত (সংশোধন,২০২২)। এছাড়া ৫ টি IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত বিপন্ন প্রজাতি; ইন্ডিয়ান ন্যারো হেডেড সফ্টশেল টার্টল (*Chitra indica*), স্পটেড পনড্ টার্টল (*Geoclemys hamiltonii*),ক্রাউনড রিভার টার্টল (*Hardella thurjii*), ইন্ডিয়ান সফ্টশেল টার্টল(*Nilssonia gangetica*), ইন্ডিয়ান পিকক্ সফ্টশেল টার্টল (*Nilssonia hurum*)। ২ টি সঙ্কটাপন্ন প্রজাতি; ইন্ডিয়ান রুফ্ড টার্টল (*Pangshura tecta*), ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাপশেল টার্টল (*Lissemys punctata*), ১ টি প্রায় বিপদ্গ্রস্ত প্রজাতি; ব্রাউন রুফড টার্টল (*Pangshura smithii*) এবং ২ টি ন্যুনতম উদ্বেগের প্রজাতি ইন্ডিয়ান ব্ল্যাক টার্টল (*Melanochelys trijuga*) এবং ইন্ডিয়ান টেন্ট টার্টল (*Pangshura tentoria*) উপস্থিত।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

কচ্ছপ জলজ উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণ করে, জলাশয়কে আবর্জনামুক্ত করে নদী ও হ্রদকে পরিষ্কার এবং বাস্তুতুন্ত্রকে সুস্থ রাখতে এই প্রজাতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সঙ্কটের কারণ

প্রাকৃতিক বাসস্থান কমে যাওয়া এবং অবৈধ শিকার এদের সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

নমামি গঙ্গে
Earth Ganga
ভারতীয় বন্যজীব সংস্থান Wildlife Institute of India
জলজ

বাহন
গাঙ্গেয় ডলফিন

পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে যখন দেবী গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন তখন গাঙ্গেয় ডলফিনও তার সাথে নেমে আসা অনেক প্রাণীর মধ্যে একটি ছিল। এটি বিশ্বাস করা হয় যে গাঙ্গেয় ডলফিন হল দেবী গঙ্গার বাহন।

গঙ্গায় বসবাসকারী প্রজাতি

গঙ্গায় বসবাসকারী গাঙ্গেয় ডলফিনকে ২০০৯ সালে ভারতের জাতীয় জলজ প্রাণী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সারা বিশ্বে চার প্রজাতির মিষ্টি জলের ডলফিনের মধ্যে একটি গাঙ্গেয় ডলফিন, যা একচেটিয়াভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া যায়। এই প্রজাতিটি ভারতীয় বন্যজীব সংরক্ষণ নীতি ১৯৭২ এর Schedule 1 এর অন্তর্ভুক্ত (সংশোধন,২০২২) এবং IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

উচ্চ শ্রেণীর শিকারী হওয়ায় ডলফিনরা আবাসস্থলের মধ্যে ক্রমাগত ভ্রমণ করতে থাকে। তারা পুষ্টি এবং শক্তির পরিবাহী, খাদ্যস্তরের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুষ্টির আদান প্রদানের মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল করে, যার ফলে আবাসস্থলের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। নদীতে ডলফিনের উপস্থিতি একটি সুস্থ বাস্তুতন্ত্রের লক্ষণ।

সঙ্কটের কারণ

বাসস্থানের মধ্যে সংযোগ হ্রাস পাওয়া। জলাভূমির পরিবর্তন, খাদ্যের যোগান কমে যাওয়া এবং শিকার এদের সংখ্যা হ্রাসের

ক্রাঞ্চ-পক্ষী

পৌরাণিক কাহিনী

রামায়ণ মাহাকাব্যের প্রথম খণ্ড ‘বালকাণ্ডের’ দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি শিকারীর হাতে ক্রাঞ্চের মৃত্যুর মূল ঘটনাটি নিম্নোক্ত শ্লোকটির দৃশ্য নির্ধারণ করে। এলাহবাদের কাছে, তমসা নদীতে স্নানের পূর্বে, ঋষি বাল্মীকি একজোড়া সারস ক্রেনকে (ক্রাঞ্চ) সম্পূর্ণভাবে একে অপরের মধ্যে নিমগ্ন থাকতে দেখেছিলেন। ঋষি বাল্মীকি পাখিদের প্রশংসা করার সময়, একটি শিকারী হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং পুরুষ পাখিটিকে হত্যা করে। পুরুষ পাখিটির মৃত্যু এবং স্ত্রী পাখিটির হৃদয় বিদারক কান্না ঋষিকে এতটাই ব্যথিত করেছিল যে স্বাভাবিকভাবেই তিনি শিকারীকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেটি শ্লোকের আকারে উচ্চারণ করেছিলেন। এই শ্লোকটিকে প্রথম সংস্কৃত শ্লোক বলে গণ্য করা হয়।

মা নিষাদ্ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা।
যত্ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকাম্ আভধীঃ কামমোহিতম্।।

শ্লোকের অর্থ : ওহ্ শিকারী তুমি জীবনের জন্য অনুতপ্ত হবে ও কষ্ট পাবে, বিশ্রাম বা খ্যাতি খুঁজে পাবেনা, কারণ তুমি অবিশ্বাস্যভাবে একে অপরের প্রতি নিবেদিত ও প্রেমময় ক্রাঞ্চ দম্পতির একজনকে হত্যা করেছ।

জুলিয়া লেসলি (১৯৯৮) দ্বারা শ্লোকটির বিশদ অধ্যয়নের মাধ্যমে ৩২ টি প্রজাতিকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং শ্লোকটিতে সারস ক্রেনকে “ক্রাঞ্চ” পাখি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং বাকি সকল প্রজাতিকে বাতিল করা হয়েছে।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

গঙ্গা নদীর কিনারায় জলজ, স্থলচর এবং নদী তীরবর্তী পাখি মিলিয়ে প্রায় ১৭৭ টি পাখির প্রজাতি বসবাস করে। সারস ক্রেন (***Antigone antigone***) বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা পাখি। এরা প্রায় ১৫২-১৫৬ সেমি. দীর্ঘ এবং এদের ডানার দৈর্ঘ্য ২৪০ সেমি.। এরা একক সঙ্গীর সাথে জীবন অতিবাহিত করার জন্য পরিচিত। সারস ক্রেন উত্তরপ্রদেশের রাজ্য পাখি (WII,GACMC,২০১৮)। এই প্রজাতিটি ভারতীয় বন্যজীব সংরক্ষণ নীতি ১৯৭২ এর Schedule 1 এর অন্তর্ভুক্ত (সংশোধন,২০২২) এবং IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত সঙ্কটাপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় জলজ পাখি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। বাস্তুতন্ত্রের যে কোন রকম পরিবর্তনের সূচক হিসাবে কাজ করে। সম্ভাব্য রোগের প্রাদুর্ভাব থেকে রক্ষা করে জলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

সঙ্কটের কারণ

জলাভূমির পরিবর্তন ও অবক্ষয়, অবৈধ শিকার, মানব সৃষ্ট উপদ্রব, বৈদ্যুতিক তারের সাথে ধাক্কা, কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার এই প্রজাতির সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

নমামি গঙ্গে
Arth ganga
भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

মৎস্য – মাছ

পৌরাণিক কাহিনী

পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মহাপ্লাবনের সময় ভগবান বিষ্ণু ঋষি মনুকে বাঁচানোর জন্য মৎস্য অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিধ্বংসী বিপর্যয়ের পরে একটি নতুন বিশ্ব পুনর্গঠনের জন্য তাকে একটি বিশাল নৌকা তৈরী করতে এবং সপ্তর্ষির (সাতজন প্রাচীন ঋষি) সাথে জীবনের বীজ বহন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। মৎস্য, ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার (দশ অবতার) এর প্রথম অবতার। এটি চার বাহু সহিত একজন মানুষের উপরের অংশ এবং একটি মাছের নিচের অংশ হিসাবে চিত্রিত হয়েছে। বিষ্ণুর এই অবতার সত্য জ্ঞানের পুনরুদ্ধারের প্রতীক, অহংবোধ দ্বারা যা বিকৃত সেটি প্রক্রিয়া দ্বারা বিনষ্ট করতে হবে। বৈদিক গ্রন্থে মৎস্য প্রজাপতি ব্রহ্মার সাথে সংযুক্ত।

বৌদ্ধধর্মের ৮ টি শুভ চিহ্নের মধ্যে একটি অষ্টমঙ্গলা, যেখানে এক জোড়া সোনার মাছ যা সাধারণতঃ মাথা একে অপরের দিকে এবং ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে উল্লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এটি গঙ্গা ও যমুনার জন্য একটি প্রাচীন প্রাক্-বৌদ্ধ প্রতীক, মাছগুলি মূর্ত চেতনা, সুখ, উর্বরতা এবং প্রাচুর্যের

গঙ্গায় বসবাসকারী প্রজাতি

গঙ্গা নদীতে ৫৮ টি পরিবারের অন্তর্গত ২৩৬ টি প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। কিছু সাধারণ প্রজাতি হল সোনালি মহাশোল ; *Tor putitora* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত বিপন্ন প্রজাতি), সাধারণ স্নো- ট্রাউট; *Schizothorax richardsonii* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত সঙ্কটাপন্ন প্রজাতি), বোয়াল মাছ; *Wallago attu* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত সঙ্কটাপন্ন প্রজাতি), পুঁটি মাছ; *Puntius sophor* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত প্রজাতি), বাটা মাছ; *Lobeo bata* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত প্রজাতি), ফলি মাছ; *Notopterus notopterus* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত প্রজাতি) এবং ইলিশ; *Tenualosa ilisha* (IUCN রেড লিস্টের অন্তর্ভুক্ত ন্যূনতম বিপদগ্রস্ত প্রজাতি)।

বাস্তুতন্ত্রে ভূমিকা

মাছ খাদ্যস্তরের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে এবং পুষ্টির সাময়িক প্রাপ্যতাকে প্রভাবিত করে, যেমন তারা নাইট্রোজেন এবং ফসফরাসকে খনিজ দ্রব্যে পরিণত করে। এইভাবে তৈরি করা পুষ্টি প্রাথমিক উৎপাদনের জন্য সহজলভ্য। মাছ বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র জুড়ে পুষ্টি পরিবহণ করে।

সঙ্কটের কারণ

অত্যাধিক হারে শিকার এবং বাসস্থান কমে যাওয়া এই প্রজাতির সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ।

নমামি গঙ্গে
Earth Ganga
ভারতীয় বন্যজীব সংস্থান Wildlife Institute of India
জলজ